

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৩ আশ্বিন, ১৪২৬/১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৩ আশ্বিন, ১৪২৬ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৯ সনের ১৬ নং আইন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ এর অধিকতর
সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৬) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(৬ক) “পরিচালক” অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক;”;

(খ) দফা (১০) বিলুপ্ত হইবে।

(২২২৯১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৮। পরিচালনা বোর্ড।—(১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

- (ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (পদাধিকারবলে) বা তাহার প্রতিনিধি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) মহাসচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা বা তাহার প্রতিনিধি;
- (গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;
- (ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তাহার প্রতিনিধি;
- (ঙ) ইউনেস্কো-র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ;
- (চ) ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্থায় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোনো সময়, কোনো কারণ না দর্শাইয়া তাহাদের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং তাহারাও মনোনয়ন প্রদানকারী রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্থায় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্থায় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিচালক, বোর্ডের সচিব হইবেন।”।

৪। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “অন্য এক-তৃতীয়াংশের” শব্দগুলির পরিবর্তে “অর্ধেকের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

- (ক) উপাস্তটীকায় উল্লিখিত “মহাপরিচালক ও পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক” এবং “পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে, যথাক্রমে, “পরিচালক” এবং “অতিরিক্ত পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক ও পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “(৩) পরিচালক পদ শূন্য হইলে, অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, বা পরিচালক পুনরায় স্থায় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত পরিচালক অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।”; এবং
- (ঙ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক” শব্দের পরিবর্তে “পরিচালক” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক, পরিচালক” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ তে উল্লিখিত “মহাপরিচালক” শব্দের পরিবর্তে “পরিচালক” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক” শব্দের পরিবর্তে “পরিচালক” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত “মহাপরিচালক, পরিচালকগণ” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকগণ” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।